গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রাণিসম্পদ অফিসারের দপ্তর
মেহেরপুর।
dls.meherpur.gov.bd

"বাদ যাবে না একটিও ছাগল- ভেড়া,
দিতে হবে পিপিআর রোগের টিকা"

"সময়মতো টিকা দিলে,
রোগ বালাই দূরে রবে"

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অধিনে পিপিআর রোগ নির্মূলকল্পে দেশব্যাপী বিনামূল্যে পিপিআর টিকাদান কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মেহেরপুর জেলার সকল উপজেলায় একযোগে বিনামূল্যে টিকা প্রদান কর্মসূচীঃ

পিপিআর ছাগল ভেড়ার ভাইরাস জনিত একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ। একে ছাগলের প্লেগ রোগও বলা হয়। ছাগল/ভেড়া পিপিআর রোগে আক্রান্ত হলে ছাগল/ভেড়া পালনকারী দারুনভাবে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। রোগটি সর্বপ্রথম আইভরিকোস্টে ১৯৪২ সালে সনাক্ত হয়। বাংলাদেশে এই রোগটি ১৯৯৩ সালে দেখা দেয়। এই রোগে আক্রান্তের হার প্রায় ৪০-১০০ ভাগ এবং মৃত্যুর হার ০-৮০ ভাগ হতে পারে।

প্রাণিস্বাস্থ্যের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা OIE ২০৩০ সালের মধ্যে সারা বিশ্ব থেকে এ রোগটি নির্মূলের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এই লক্ষ্য অর্জনে বর্তমান সরকার মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে "পিপিআর রোগ নির্মূল এবং ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প" গ্রহণ পূর্বক বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় দেশব্যাপী সকল ছাগল ও ভেড়াকে পিপিআর টিকা প্রদান কার্যক্রম চলমান। মেহেরপুর জেলায় ৬,৭১,৫৮৩ টি ছাগল ও ২৯,২৭০ টি ভেড়া সর্বমোট ৭,০০,৮৫৩ টি ছাগল-ভেড়া রয়েছে। সেপ্রেক্ষিতে প্রকল্প হতে ৫২০০০০ ছাগল ভেড়াকে বিনামূল্যে পিপিআর রোগের ২য় ডোজের টিকা দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জেলার সকল ইউনিয়নের গ্রামসমূহে পর্যায়ক্রমে মোট ২২ টি ভ্যাক্সিনেশন টিম ০১/১০/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৮/১০/২০২৪খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত মোট ১৮ (আঠারো) দিন টিকাদান কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

পিপিআর রোগের লক্ষণ ঃ

- শরীরের তাপমাত্রা ১০৭-১০৮ ডিগ্রী ফারেনহাইট পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।
- মুখের ভিতর চোয়ালে, মাড়িতে ও জিহ্বায় ঘা হয় এবং জিহ্বার গোড়া ফুলে উঠে।
- পরবর্তীতে শ্লেষ্মা দিয়ে নাক বন্ধ হয়ে যায় ও শ্বাসকষ্ট হয় এবং নিউমোনিয়া দেখা দেয়।
- এ রোগে আক্রান্তের কয়েকদিন পর রক্ত মিশ্রিত দূর্গন্ধযুক্ত পাতলা পায়খানা হয় যা শরীর ও লেজে লেগে থাকে।

পিপিআর রোগ প্রতিরোধে করণীয় ঃ

- নিয়মিত পিপিআর রোগের টিকা প্রদানই পিপিআর রোগ থেকে মুক্ত থাকা ও রোগ প্রতিরোধের একমাত্র উপায়।
- ছাগল ও ভেড়ার বাচ্চার বয়স ৪ মাস হলেই এই টিকা প্রয়োগ করতে হবে।
- অসুস্থ ছাগল/ভেড়াকে মাঠে চড়ানো যাবে না।
- বাজার বা একস্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তর করা যাবে না।
- অসুস্থ প্রাণীকে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন।